হাইহিল

ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্ত্তী ও নবদ্বীপ হালদারের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

রামচন্দ্র শর্মা প্রযোজিত

হাই হিল

রাজীব পিকচার্স এর প্রথম নিবেদন

পরিচালনা : *দিলীপ মিত্র* ॥ সঙ্গীত : *হেমন্তকুমার মুখার্জী*

কাহিনী : ফণী গাঙ্গুলী ॥ চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বিধায়ক ভট্টাচার্য

গীত রচনা : **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার** ॥ প্রধান সম্পাদক : **অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী** ॥ চিত্রগ্রহণ : **রঞ্জিত চ্যাটার্জী** ॥ শিল্পনির্দেশনা : **গৌর পোদ্দার** ॥ সম্পাদনা : **অমিয় মুখার্জী** ॥ শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী, অতুল চ্যাটার্জী, নৃপেন পাল ॥ পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত ॥ রূপসজ্জা : দুর্গা চ্যাটার্জী ॥ সাজসজ্জা : কার্তিক সাহা ও দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই ॥ আলোকসম্পাত : শান্তি সরকার, হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, শম্ভু চ্যাটার্জী, দুলাল শীল, নিতাই শীল, কেনারাম হালদার, দুখিরাম নস্কর, ব্রজেন দাস ॥ প্রধান কর্মসচিব : **পঙ্কজ বসাক** ॥ ব্যবস্থাপনা : অজিত দাস ও বিশু রায় ॥ নৃত্য পরিচালনা : চিত্রা মণ্ডল ॥ আবহসংগীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন স্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র : রূপালোক, ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী ॥ চিত্র পরিস্ফুটন : বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরী ॥ প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি এবং নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥

নেপথ্য কণ্ঠসংগীত :

হেমন্তকুমার ● সন্ধ্যা মুখার্জী ● ইলা বসু ● অমল মুখার্জী ● চিত্ত মুখার্জী
যন্ত্রসংগীত : নিখিল ব্যানার্জী (সেতার) ● শ্যামল বসু (তবলা)

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : প্রণব বসু ও কনক চক্রবর্তী ॥ সংগীত পরিচালনায় : সমরেশ রায় ॥ চিত্রগ্রহণে : বীরেন মুখার্জী ॥ সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায় ও অশোক কুমার ঘোষ ॥ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ, রথীন ঘোষ ॥ রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জী, পকু দাস ও সরোজ মুন্সী ॥ ব্যবস্থাপনায় : বাচ্চু দে ও খোকন দাস ॥

॥ রূপায়ণে ॥

ছবি বিশ্বাস • তুলসী চক্রবর্তী • নবদ্বীপ হালদার • কমল মিত্র • অনুপকুমার • ভানু ব্যানার্জী
জহর রায় • শীতল ব্যানার্জী • অজিত চ্যাটার্জী • রেণুকা রায় • কুন্তলা চ্যাটার্জী
মিন্টু চক্রবর্তী, অনু দত্ত, দীপক অধিকারী, সৌরেন ব্যানার্জী, শৈলেন ভট্টাচার্য, মৃণাল মুখার্জী, প্রণব বসু, শান্তি সরকার, ঝন্টু মালাকার, আশীষ, চিত্ত, শিবু, অরুণ, স্নিগ্ধা কুণ্ডু, লিলি, মালবিকা, সুতপা, উমা, কুমকুম, জ্যোৎস্না, মীরা ও লেবু (কুকুর)

এবং

অনিল চ্যাটার্জী ও সন্ধ্যা রায়

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ॥ মৃণালিনী শিল্প মন্দির ॥ জি, রজার্স অ্যাণ্ড কোং ॥ মহেন্দ্র লাল দত্ত ॥ খড়দহ জুট মিল ॥ চঞ্চল ঘোষ ॥ ভোলানাথ আঢ্য ॥ অভিনেতৃ সংঘ ॥ এস, মহাপাত্র, (ডি, ভি, সি, মাইথন ড্যাম) ॥

একমাত্র পরিবেশক : *চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেড*

পরিকল্পনা : শ্রীপঞ্চানন ॥ সম্পাদনা : নিতাই দত্ত ॥ মুদ্রণ : কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া।

কাহিনী

দু'খানা বাড়ি। মাঝখানে একটা সরু গলি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটি অপরটির দিকে চেয়ে আছে। বাঁদিকে মেসবাড়ি ডানদিকে বসতবাড়ি। হাবুল, কাশী, শম্ভু, জনার্দন, মানিক ও চন্দন মেসবাড়ির মেম্বার। রিটায়ার্ড পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মলয়বাবু তাঁর স্ত্রী ও কন্যা মল্লিকাকে নিয়ে পাশের বাড়িতে বসবাস করেন। মল্লিকার বাড়ি থেকে বেরোনো ও আসা হুইসেল বাজিয়ে হাবুল জানিয়ে দেয় মেসের সবাইকে। হুইসেল শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে হাজির হয় হাবুলের ঘরে। আসেনা শুধু চন্দন।

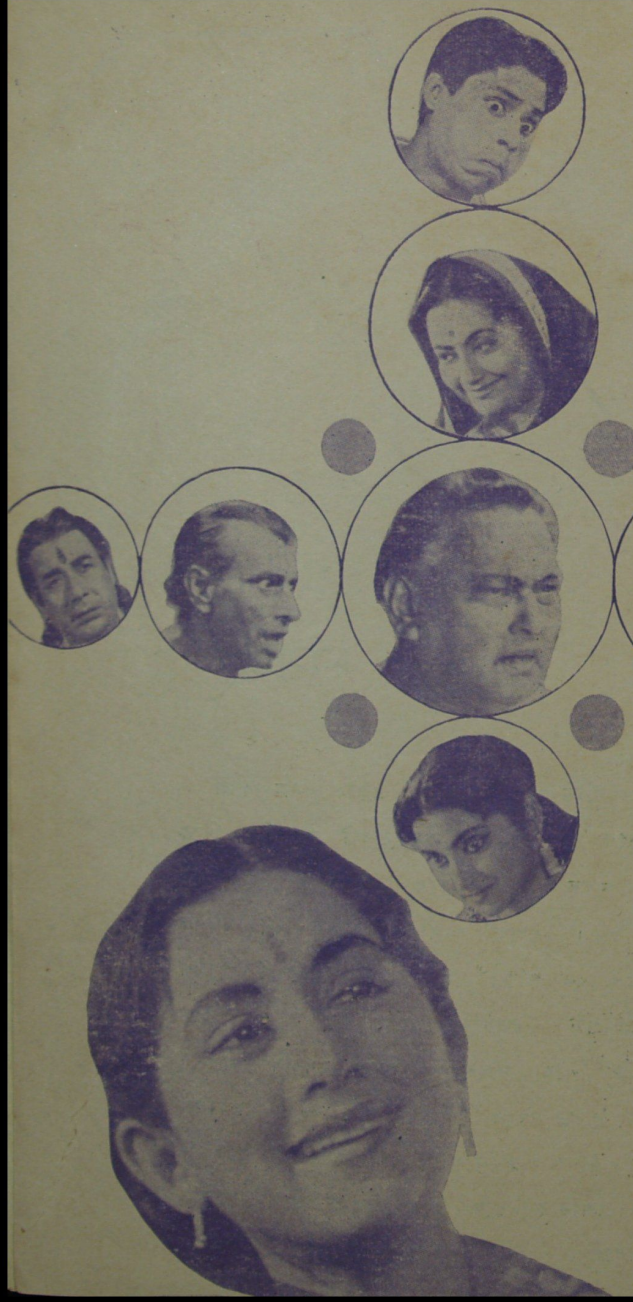

বিখ্যাত গায়ক চন্দন মুখার্জী। মেস মেম্বারদের এই ব্যবহারে শিল্পী মল্লিকা ব্যানার্জী রেগে যায় বটে কিন্তু ওদেরকে মুখে কিছু বলে না। হাবুল প্রাণপণ চেষ্টা করে মল্লিকাকে বিয়ে করতে। এমন সময় হাবুলের জগুমামা বাগদাদ থেকে ওদের মেসে এসে আবির্ভূত হন এবং অভয় দেন যে হাবুলের সঙ্গে মল্লিকার বিয়েটা এমন কিছু নয়, শুধু প্রয়োজন কয়েকটা জিনিসের যেমন বনচাঁড়ালের গাছ, বাবুই পাখীর বাসা, শকুনের ডিম আর টিকটিকির লেজ। এই কয়টা জিনিস যোগাড় করে দিলেই আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও সংকর্ষণ করে হাবুলের সঙ্গে মল্লিকার বিয়েটা হয়ে যাবে।

হঠাৎ একদিন অঘটন ঘটে গেল। মল্লিকার "হাই হিল" মেস বাড়িতে পাওয়া গেল। মল্লিকার হাই হিল কী করে মেস বাড়িতে এল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হল এ বাড়ি ও বাড়ির সংগ্রাম।

হাবুল, কাশী ও শম্ভু বনচাঁড়ালের গাছ, বাবুই পাখীর বাসা ও শকুনের ডিম যোগাড় করতে বেরিয়ে পড়েছে। এদিকে জগুমামা মল্লিকাদের বাড়ির চাকরকে কার্যোদ্ধারের জন্য হিপ্নোটাইজ করছে। সমস্ত ঘটনা মিলে সে এক চরম বিপর্যয়।

আর তারপর ঘটনার অনিবার্য গতিতে যে চরম নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো এ কাহিনীর পক্ষে সেই পরিণতিটুকুই বোধহয় একান্ত শোভন ও সঙ্গত।

সঙ্গীত

॥ ১ ॥

কি দেখিলাম, আহা কি দেখিলাম,
ব্যাকুল দুটি নয়ন ভরে, কী দেখিলাম
দিল হৃদয় ঠাণ্ডা করে,
খট্ খট্ এক জুতো পরে
চলেন বিবি দেমাক ভরে

কইতে গেলে কথা আবার,মুখ ফিরিয়ে যায় আহা—
চোখে যে তার গগল্‌স আঁটা
চাউনি যেন লঙ্কা বাটা ।

চলতে গেলে হাই-হিলে তার বাজনা বাজে পায় ।
লিকলিকে ঐ বেনী দোলে
কেউটে সাপের ছোবল তোলে ।
এগুসনে ভাই ধারে পিঠে, ওরে বাপরে বাপ ।

চাইতে গেলেও বিপদ তাতে ।
আসবে উঠে জুতো হাতে—
হাতে পায়েও ধরে ভায়া
পাবিনে তুই মাফ ।

শিল্পী : অমল মুখার্জী ও অন্যান্যরা

●

॥ ২ ॥

তোমার মুখের পানে চেয়েছিলাম ,
বড় ভাল লেগেছিল ।
কী জানি কি আমি পেয়েছিলাম,
শুধু ভাল লেগেছিল ।
কিছু বলার আগেই তুমি চলে গেলে—
পিছু তোমায় ডেকেছিলাম ।

সে ভুল তোমার আমি ভাঙিনি তবু—
প্রাণে তুলে রেখেছিলাম—বড় ভাল লেগেছিল ।
সেই একটু দেখাই যেন কতদিনের
এই আমি জেনেছিলাম ।

হৃদয় বলেছিল ধন্য আমি—
এই শুধু মেনেছিলাম,
বড় ভাল লেগেছিল ।

শিল্পী : হেমন্তকুমার মুখার্জী

●

॥ ৩ ॥

মল্লিকা ও মল্লিকা দেখি তোমায় নয়ন ভরে ।
কথা রাখ রাখ কথা যেওনা এখনি ঝরে ।
সে বড় মধুর স্বপ্ন, তুমি এনেছো আমার চক্ষে ,
সে বড় মধুর গন্ধ, তুমি ঢেলেছ আমার বক্ষে ।

যতো দেখি, আরো দেখি—এই দেখা হয়না শেষ,
কত খুশী ভরে প্রাণে—
সবই যেন লাগে যে বেশ ।

সে বড় মধুর শিহরন তুমি বাজালে আমার অঙ্গে,
মনে হয় যেন তনুমন
যেন ভরেছে কতো না রঙ্গে ।

শিল্পী : হেমন্তকুমার মুখার্জী

॥ ৪ ॥

এই ছন্দে ছন্দে ভরা গন্ধে গন্ধে ঝরা
মাধবীর এই দিন যায় যদি যাক,
তাতে ক্ষতি কি, বল ক্ষতি কি ?

তারি অঙ্গে অঙ্গে শুধু রঙ্গে রঙ্গে আজি
স্বপ্নের কিছু দোল থাক ভরে থাক্—
তাতে ক্ষতি কি, বল ক্ষতি কি ?

আঁখি যেন কয়, কোন কথা নয়,
কাছে কাছে আজ থাকো,
সে তো জানি নাই, কি যে আমি চাই
আরো কাছে নয় ডাকো—তাতে ক্ষতি কি ?

পাখী দিল গান,
ভরে গেল প্রাণ—
আজ যেন সেই সুরে সুরে
এই দুটি মন করে আলাপন—
কেন থাক দূরে দূরে—তাতে ক্ষতি কি ?

শিল্পী : হেমন্তকুমার ও সন্ধ্যা মুখার্জী

●

॥ ৫ ॥

চোখের ভাসা লুকিয়ে রাখা অত সহজ নয়,
জেনে রাখ,
যদি চুপটি করে থাকেরে মন চোখ তো কথা কয়,
জেনে রাখ ।

মুখের কথায় তবু কিছু মিথ্যে থেকে যায় ,
চোখের কথাই সত্য ওরে দাগ যে রেখে যায় ।
সত্যি করে বল ও তোর মনে কিসের ভয়
নইলে ছাড়বোনা জেনে রাখ ।
কি চেয়ে আর কারে চেয়ে মনে ব্যথা পাস্ ।
সত্যি কথাই বল তাহলে ভাল যদি চাস্ ।
সত্যি যাহা তার মাঝে তোর
মিছেই যে সংশয় ।

ও তোর মনের কথা বল
মোরা মনের ব্যামোর ওষুধ জানি
পাবিরে তুই ফল ।

শিল্পী : ইলা বসু ও অন্যান্যরা

●

॥ ৬ ॥

মধুচন্দ্রের চন্দন মাখা রাতে,
মল্লিকা আজ এ কোন স্বপ্নে মাতে ।
যে ভ্রমর তবু বেলা শেষ হলে
ফিরিতে পারেনি ঘরে ।

কি কথা শুনায়ে সে যে গুঞ্জন করে
সেই গোপন মন্ত্রে মন যেন আজ
মিলনের মালা গাঁথে ।

যে বাঁশরীখানি এতো করে তবু
বাজিতে পারেনি লাজে ।
বাতাসে বাতাসে একি সুর আজ বাজে—
এ কোন কবিতা লেখা হলো
দুটি হৃদয়ের লিপিকাতে ।

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখার্জী

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের

সপ্তপদী

পরিচালনা · সলিল দত্ত
সুরশিল্পী · রবীন চ্যাটার্জি

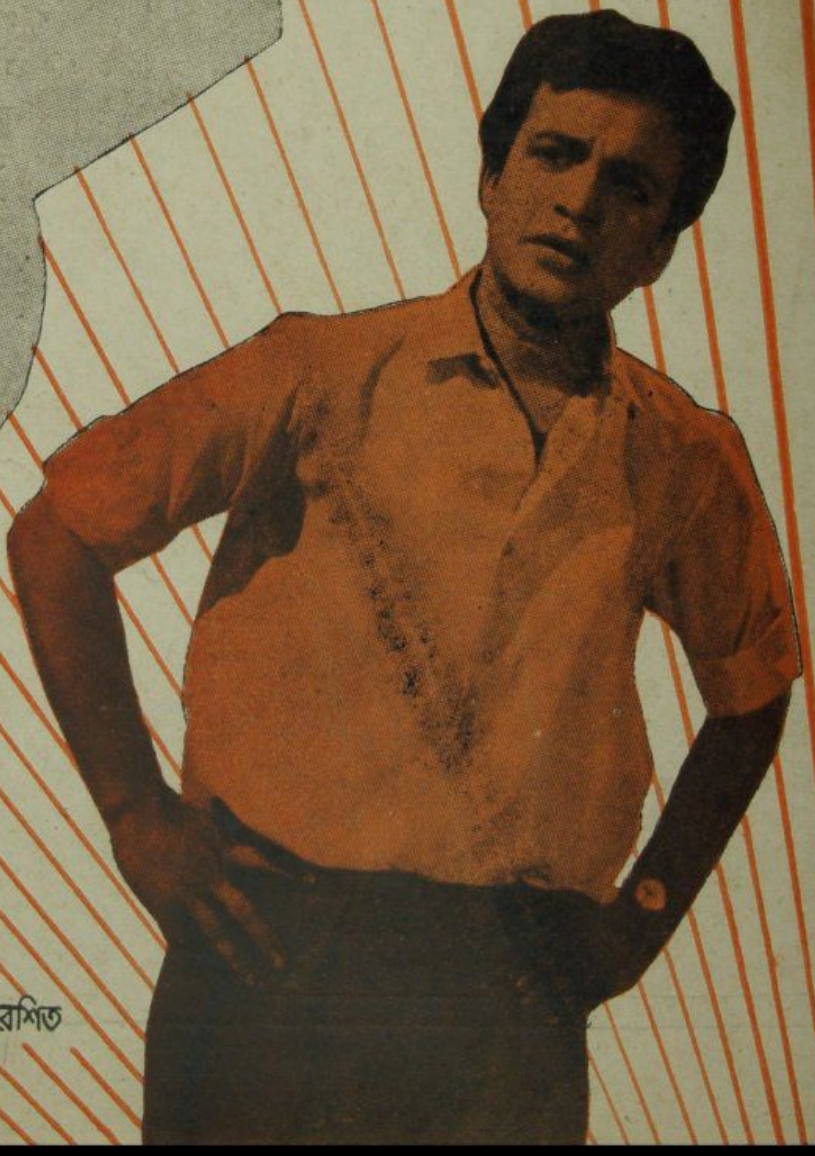

উত্তম
সুপ্রিয়া
ছবি বিশ্বাস
অসিত
গঙ্গাপদ
জহর

চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত